দৈনিক
ইত্তেফাক

21 JAN 2017

# কমলগঞ্জে চা বাগানের ১২টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়নি

## শিক্ষকদের মানবেতর জীবন যাপন

■ কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

সরকার তিন ধাপে দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করলেও সীমান্তবর্তী কমলগঞ্জ উপজেলার চা বাগান এলাকার ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটিও জাতীয়করণ হয়নি। মাসিক নামমাত্র সম্মানিতে এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষা উপকরণ ক্রয়সহ যাতায়াত ব্যয় নির্বাহ করে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। জাতীয়করণ করা না হলে এক সময় বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে চা শ্রমিক পরিবারের শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন সচেতনমহল।

চা বাগান সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সীমান্তবর্তী ইসলামপুর ইউনিয়নের বাঘাছড়া, চাম্পারায়, কুরমা, কুরঞ্জি, মাধবপুর ইউনিয়নের মদনমোহনপুর, মাধবপুর, পদ্মছড়া, পাত্রখোলা, শমশেরনগর ইউনিয়নের শমশেরনগর, কানিহাটি, ডবলছড়া ও দেওছড়া চা বাগানে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ১৯৪৮, ১৯৬৪, ১৯৮৪ সালসহ বিভিন্ন সময় এসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই এসব বিদ্যালয়ে চা বাগান কর্তৃপক্ষ একজন করে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়। সাপ্তাহিক বেতনের ভিত্তিতে একজন শিক্ষক দিয়ে পাঁচটি ক্লাসে পাঠদান করানো হয় বিদ্যালয়গুলোতে।

শিক্ষকরা জানান, ২০১২ সালে সরকারি বিধি মোতাবেক প্রতিটি বিদ্যালয়ে চারজন করে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করলেও চা বাগান কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষকদের সমহারে মাসিক ১২শ' টাকা বেতন প্রদান করছেন।

নিপেন সাহা, রওশন আলী, প্রদীপ পালসহ শিক্ষকরা বলেন, প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়ে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আছে। ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়ে সরকারি নীতিমালা মেনে আন্তরিকভাবে শিশুদের পাঠদান করলেও আজ পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাম ভজন কৈরী বলেন, কমলগঞ্জের ১২টি চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ বঞ্চিত ও শিক্ষকরা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

কমলগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা গকুল চন্দ্র দেবনাথ বলেন, আমি কমলগঞ্জে নতুন এসেছি। এসব বিদ্যালয় সম্পর্কে কিছুই জানি না। কমলগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা (বর্তমানে রাজনগর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) ইফতেখার হোসেন ভূঁইয়া বলেন, ১২টির মধ্যে পাত্রখোলা, চাম্পারায় ও পদ্মছড়া চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ-ভুক্ত হওয়ার সর্বশেষ তালিকায় নাম শিক্ষা অধিদপ্তরে গেছে।